R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে চৈত্র, ১৪১৭।
১৩ই এপ্রিল ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রে প্রচারে ও জনসমর্থনে অনেকটা এগিয়ে কংগ্রেসের আখরুজ্জামান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ নতুন কেন্দ্রে লড়াই হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। বর্তমান বিধায়ক আর.এস.পি-র আবুল হাসনাৎ এর প্রতিপক্ষ কংগ্রেস তৃণমূল জোটপ্রার্থী আখরুজ্জামান। দু'জনে একই এলাকার অধিবাসী। আখরুজ্জামানের রাজনীতিতে হাতে খড়ি তাঁর বাবা হাবিবুর রহমানের কাছে। জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে একসময় পর পর দু'বার জয়ী এম.এল.এ হাবিবুর রহমান। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে তাঁর একটা সংগঠন আছে। এটাই আখরুর প্লাস পয়েন্ট। আখরুজ্জামানের কথায় – গিরিয়া সেকন্দরা এলাকায় সিপিএমের ঘোর সন্ত্রাসের মধ্যেও প্রণব মুখার্জী গত লোকসভা নির্বাচনে ঐ এলাকা থেকে ৭০০০ এ লিড দেন। ঐ সময় ইছাখালির চারটি বুথ দখল করে সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী ছাপ্পা ভোট মারে। আমাদের আপত্তিতে পরদিন সেখানকার চারটি বুথে রিপোলিং হয়। এবার ঐ এলাকা সিপিএমের সন্ত্রাস মুক্ত। আজ মানুষ সেখানে ঐক্যবদ্ধ। আশা করছি ১০,০০০ এ লিড দেবো। তিনি অভিযোগ করেন – দশ বছরেও বামফ্রন্টের এম.এল.এ-কে এলাকার মানুষ চেনে না। এলাকার কোন উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজের জীবন (শেষ পাতায়)

সাগরদীঘিতে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের মদতে তৃণমূলের পালে হাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘিতে অধীরপন্থী কংগ্রেস প্রার্থী আমিনুল হকের জন সমর্থনে আগের থেকে কিছুটা ভাটা পড়েছে। সেখানে ব্লক কংগ্রেসের বিতাড়িত সভাপতি সামসুল হোদা তার দলবল নিয়ে এখন তৃণমূল কংগ্রেসে। হোদা আইনজীবী হওয়ায় এই এলাকার সাধারণ মানুষের বহু বিপদে আপদে সহায়তা করেন। তাই এখানে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি ও প্রার্থী আমিনুল হকের থেকে সামসুল হোদার পরিচিতি অনেক বেশী। এর সাথে মানুষের মন কেড়েছে মমতা ব্যানার্জীর নানা প্রতিশ্রুতি। আজ সাগরদীঘির ওপর দিয়ে একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে। সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনও নবদ্বীপ, বহরমপুর, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের সমতুল্য। এদিকে সিপিএমের প্রার্থী কাবিলপুরের মহম্মদ ইসমাইল হওয়ায় দলের মধ্যে অনেকেই খুশি না। এছাড়া দলীয় কোন্দল, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, লোকাল কমিটির নেতাদের অসততা, আত্মঅহংকার, মিথ্যা কথা বলা, বাড়ীতে থেকেও মানুষকে নাই বলে অযথা হয়রান করা, ব্যক্তিগত স্বার্থে মদত দেয়া, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা, প্রকৃত গরীবদের উপেক্ষা করে টাকা নিয়ে বিত্তবানদের বি.পি.এল. কার্ড করে দেয়া, পাকা বাড়ীর মালিককে গৃহহীনের লোন দেয়া এই ধরনের নানা ভ্রষ্টাচারে আজ সিপিএম দল সাধারণ মানুষের চক্ষু শূল হয়ে উঠেছে। দুঃস্থ, হাভাতা ঘরের পরিবারগুলো প্রত্যেকেই আজ রাজনীতির প্রলেপে চকচকে। এছাড়া এই আসনটি এতদিন সংরক্ষিত থাকায় মুসলিম প্রার্থীরা দাঁড়াতে পারেননি। তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোন জনপ্রতিনিধি কিছু করেননি এতদিন বলে ওদের অভিযোগ। তাই জাতপাতেরও হাওয়া উঠেছে অনেক অঞ্চলে।

বিদ্যুৎ চুল্লি নিয়ে বেলেল্লাপনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহা শ্মশানে যেসব অমানবিক কাণ্ড ঘটে চলেছে তাকে পৌরসভার উদাসীনতাই নয়, ২/৩ নেশাগ্রস্ত কর্মচারীর মদতেই এসব হচ্ছে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। গত ৭ এপ্রিল রাত ১১ টা নাগাদ নলহাটির পাইকপাড়া থেকে শবযাত্রীর দল সৎকার করতে এখানে আসে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লি দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্মশানের সব অপকর্মের নায়ক পূর্বের কাঠ ব্যবসায়ী অচিন্ত্য বিশ্বাসকে। ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে সে ঐদিন রাতে শবযাত্রীদের চুল্লি খারাপ যা হবার সকালে হবে বলে নিদ্রা যায়। সকাল ৮ টায় দেহটি চুল্লিতে ঢোকানো হয়। ঘন্টা ৩/৪ পরে আর একটি দেহ ঢোকানো হয়। (শেষ পাতায়)

জমি পাহারাদার রহস্য-জনকভাবে খুন হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার নূতন মালঞ্চা গ্রামের রাধেশ্যাম দাস (৪৮) জমি পাহারা দেন যাতে গরু ছাগলে জমির ফসল নষ্ট না করে। গত ৮.৪.১১ অন্যান্য দিনের মতো জমি পাহাড়া দিতে যান। কিন্তু ঐদিন তিনি আর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসেননি। পরের দিন সকালে তারাপুর হাসপাতালের সামনের মাঠে তার মৃতদেহ দেখতে পাই গ্রামের মানুষ। পুলিশকে খবর দেয়া হয়। দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকায় কিভাবে মারা গেলেন তা জানা যায়নি। সামসেরগঞ্জ থানার ওসি সন্দিপ সেন জানান, ময়না তদন্তের পর জানা যাবে কিভাবে মারা গেলেন রাধেশ্যাম।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র বুধবার, ১৪১৭

বারে বারে নূতন

চৈত্র অবসিত। বাউল বসন্ত পশ্চিম আকাশে ঝড়ের নিশান তুলিয়া বিদায়ের পথে। শেষ করিয়া গেল ফুল ফোটাইবার ক্ষেপামি। তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু লইয়া আসিতেছে রুদ্র বৈশাখ। তাই প্রকৃতির আঙিনায় চলিতেছে পালা বদলের পালা। ঋতুচক্রের আবর্তনের ফলেই চলিতেছে এই পরিবর্তন। পুরাতন হইতেছে বিসর্জ্জিত, নূতনের হইতেছে বোধন। নিত্যকালের যাওয়া আসার মধ্যে চলিতেছে এই অনুবর্তন, এই বিসর্জন ও বোধন।

বাঙালীর জীবন থেকে চলিয়া গেল ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। খ্যাতি-অখ্যাতি, ঘটনা-দুর্ঘটনা, উত্থান-পতন, আনন্দ-বিষাদ, স্মৃতি-বিস্মৃতির রূপরেখা টানিয়া জীবনের বোঁটা হইতে ঝড়িয়া গেল একটি বছর।

আসিতেছে ১৪১৩ সাল। আসিতেছে বৈশাখ। শুরু হইতেছে নূতন বৎসরের পরিক্রমা। নূতন বৎসরের প্রথম অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিবে অনেক প্রত্যাশা, সম্ভাবনার কথা। মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া যাই 'লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, কলহ, সংশয়।' নিত্য দিনের ধুমাঙ্কিত জীবনের কালিমাকে মুছিয়া আলোকের ঝর্ণা ধারায় শুচি স্নাত হইয়া উঠি কিছুটা সময়। তারপর আবার আরম্ভ হইয়া যায় জীবন জীবিকার টানাপোড়েন। ইহাই তো আমাদের একদিন প্রতিদিনের জীবন। দুঃখের, অভাবের, বেদনার বারমাস্যা তো আছেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন জুড়িয়া। তবুও বর্ষ শুরুর ঐ মঙ্গলালোকে আনন্দলোকে ক্ষণিকের জন্য অবগাহন করিয়া বলি ঃ তুমি বারে বারে নূতন, ফিরে ফিরে নূতন। তোমারে জানাই স্বাগত।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা মহকুমার একটি বর্ষীয়ান সাপ্তাহিক। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই পত্রিকা জনসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আমরা পূর্বসূরীদের মতই অন্যায়, অবিচারের নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। কোন শক্তির কাছে নতি স্বীকার করি নাই। ইহার জন্য সময় সময় পত্রিকাটি কোন পক্ষের রোষবহ্নির শিকার হইয়াছে ; তবু সে তাহার লক্ষ্য তথা আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। আমাদের মূলধন সর্বশ্রেণীর মানুষের আন্তরিক ভালবাসা।

চিঠিপত্র

(মতামতের পত্র লেখকের নিজস্ব)

নির্বাচন হোক শান্তিপূর্ণ

নির্বাচন কমিশন ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন। ভোটপ্রার্থীরাও ভোটারদের কড়া নাড়তে শুরু করেছেন। এই নির্বাচনে কোন্ দল সরকার গঠন করবে জানা নেই। তবে দলগুলির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে "পরিবর্তন আসছে"। একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জনগণের দেওয়া রায়কে শিরধার্য করতে হয় সেখানে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা যায় না। এটা সকলেরই জানা আছে।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্'

– মানিক চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের শেষ ক'দিনের দাবদাহ স্মরণ করিয়ে দেয় ওপার বাংলার গীতিকার সুরেন চক্রবর্তীর একটি প্রচলিত লোক গানের কয়েকটি কলি ঃ

'চৈত্রের খরাতে বুঝি পুড়িল আসমান
লাঙল চলেনা বাজান,
খরার তাপে কলিজা কাঁপে
হইলাম পেরেসান।'

এভাবেই মানুষের কলিজা কাঁপিয়ে চৈত্রের অবসান ঘটে। আসে নূতন বৎসর। মৌনীতাপস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনেই এক নষ্ট্যালজিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গ্রামে তখনও প্রবেশ করেনি বাস লরি ইত্যাদি যান। রাস্তাঘাট বলতে সেই বাদশাহী সড়ক। কোথাও বা মেঠো পথ। গ্রামের বাইরে দূরের রেল লাইন দিয়ে 'ঝিক্‌ঝিক্ ধ্বনি তুলে চলে যেত সীমিত কয়েকটি ট্রেন। সন্ধ্যার পরেই নেমে আসত ঘন কুচকুচে কালো চুলের মতন অন্ধকার। বিজলী আলোর রোশনাই তখন স্বপ্নের মত। দূরদর্শন তো দূরের কথা। দু'চারজন সৌভাগ্যবান বিত্তবানদের বাড়িতে রেডিওসেট। তবুও ছিল আনন্দ। অনাবিল শান্ত পরিবেশ। পয়লা বোশেখের অনেক আগে দু-চারটি সস্তা কাগজের 'গণেশ' মার্কা কার্ড আনন্দের বার্তা বহন করে আনত। পদ্মপাতায় মোড়া বোঁদের গন্ধ। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃতের স্বাদের মত। অনুষঙ্গ হিসাবে গাজনের ঢাকের আওয়াজ। পাঁপড়ভাজা, ঝুরি, বাঁশি সস্তা খেলনার দোকান। ছোটোখাটো একটা মেলা। বারবার মনে হয় সেই সব দিনগুলোর মধ্যে ঢুকে যেতে। কিন্তু ছবি কত দ্রুত পালটিয়ে যায়। এখন কী গ্রাম, কী শহর পয়লা বোশেখ অন্য রূপের সাজে। পদ্মপাতায় মোড়া সেই বোঁদের স্থান দখল করেছে প্যাকেট বন্দী আধুনিক খাদ্য। গাজনের ঢাকের আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন ষ্টিরিও অথবা ডেকে বন্দী রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল। এছাড়া তো আছেই পপ – ডিসকো বা কোন হিন্দী ফিলমের চটুল সুর। কাকভোর থেকেই এই বর্ষবরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তবে সব চলে যেন যান্ত্রিক লয়ে। এটা স্বীকার্য সত্য যে, পরিবর্তন আসবেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-প্রথা – এ থেকে মুক্ত নয়। তবে মনে লাগে যখন দেখি পরিবর্তনটা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে। পরিবার-সমাজ-অর্থনীতি রাজনীতি সর্বত্রই এই মূল্যবোধের অভাবের জ্বরে ধুঁকছে। তাই ধর্ম, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা – সামাজিক অসাম্য – রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বেকারত্ব, হতাশা ইত্যাদি মূল্যবোধের অবনতির জমিকে ক্রমশঃ করে তুলছে উর্বর। জীবনানন্দের ভাষায় ঃ 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন'।

নূতন বৎসর আমাদের হৃতমূল্যবোধ জাগ্রত করুক, অনাচার বিশৃঙ্খলাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে মানবতার জয়গান পরিবেশন করুক – এটাই আমাদের কাম্য। নূতন বৎসরে আমাদের কামনা হোক – 'অর্থ নয়, কীর্তি নয় – স্বচ্ছলতা সব এবং শেষ কথা নয় – চাই বিবেক – চাই মূল্যবোধ।'

ELECTION

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

'ইলেকসন' অর্থ্যাৎ নির্বাচন, আর ভোটার মানে জনসাধারণ অর্থাৎ আমরা সবাই হলাম নির্বাচক মণ্ডলী। সে যে ক্ষেত্রেই হোক। ক্লাবে, সমিতিতে, স্কুল-কলেজে, গ্রামে বা পৌরসভায়, জেলায় অথবা রাজ্যে তা সে যে কোন্ সংগঠনেই হোক না কেন। দলভিত্তিক সদস্যরা প্রার্থী হবেন বা দাঁড়াবেন, আর নির্বাচক মণ্ডলীরা তাঁদের নির্বাচিত করবেন, তাঁদের নিজ নিজ ভোট প্রদানের মধ্য দিয়ে। সে হাত তুলেই হোক বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে হোক অথবা ভোটিং মেশিনে বোতাম টিপেই হোক। তাঁদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ভোট অর্থাৎ জনগণের রায় যাঁদের বা যাঁর পক্ষে যাবে তাঁরাই নির্বাচিত হবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে কোন নির্বাচনে জয়ী করানোর মূল বা প্রধান কাণ্ডারী হচ্ছে নির্বাচক মণ্ডলী বা ভোটাররা অর্থাৎ আমরা সকলেই। এখন এই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কর্মে যাবার পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে আমরা কোন্ মহান কাজের কর্ণধার নির্বাচিত করতে যাচ্ছি। আমাদের নিজ নিজ নাগরিক অধিকারের মহামূল্য রায় দানের মাধ্যমে। সুতরাং খুব ভাল করে ভেবে চিন্তে, কারো মতে মত না দিয়ে, নিজেরাই ঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে, আমাদের নিজ নিজ মূল্যবান রায় দান করতে হবে নিজস্ব ভোট দানের মধ্য দিয়ে। তাহলে প্রশ্ন আসছে এই সঠিক সিদ্ধান্ত নিজে নিজে কিভাবে নেব – খুব যুক্তি সঙ্গত কথা। নিজে সঠিকভাবে মতদান করতে হ'লে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করেই দেওয়া দরকার।

এবার একটা সহজ পথ বেছে নিয়ে অর্থাৎ 'ELECTION' শব্দটিকেই ধরে এগোন যাক্। এই ইংরাজী বর্ণগুচ্ছটি যিনি আবিষ্কার করেছেন, তিনি অবশ্যই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেই এনেছেন। তাহলে কোথাও না গিয়ে, কারো মতে মত না দিয়ে, নিজে নিজেই যদি সিদ্ধান্ত ঠিক করবো ভাবি, তাহলে 'ELECTION' শব্দটির উপরই নির্ভর করা যাক্ এবং এটাকে ব্যবচ্ছেদ করা যাক্ – যেমন শব্দটির প্রথম বর্ণ পেলাস 'E', এই বর্ণটিকে নিয়ে ভাবনা শুরু করতে আরম্ভ করলেই মনে আসে 'Education' শব্দটি অর্থাৎ শিক্ষা, তাঁকেই নির্বাচিত করা যেতে পারে যাঁর মধ্যে থাকবে কিছুটা শিক্ষার আলো। তারপরে পাচ্ছি 'L' যা থেকে সহজেই আসে 'Labourious' অর্থাৎ তিনি হবেন যথেষ্ট পরিশ্রমী। এরপর আসছে আবার 'E' এর থেকে ধরা যেতে পারে 'Energetic' অর্থাৎ যিনি হবেন যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যমশীল, (পরের পাতায়)

আয় ভোটার আয় – ভোট দিয়ে যা

নলিনীকান্ত সরকার

কার্তিক সাহাকে নিয়ে জীবনের বড় খেলা খেলেছিলেন দাদাঠাকুর। একেবারে চাণক্যের নীতি, – শুদ্রকে সিংহাসনে বসাবার প্রতিজ্ঞা।

তখন জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে নতুন ক'রে কর ধার্য করা হচ্ছিল। কার্তিকের ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ছিল তিন আনা, সেই টাকা তারা ধার্য ক'রে মিউনিসিপ্যালিটি নোটিশ জারি করল কার্তিকের নামে। যে পিওনটি এই নোটিস নিয়ে এসেছিল তারই কাছে এই নোটিসের মর্ম জানতে পেরে কার্তিক একেবারে ক্ষেপে গেল। সে মারমুখো হয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশানারদের উদ্দেশে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাপরিচায়ক বিবিধ প্রকার বচন প্রয়োগ করতে করতে দাদাঠাকুরের কাছে করবৃদ্ধির নোটিসখানি নিয়ে উপস্থিত হ'লো।

দাদাঠাকুর বললেন, "কমিশনারদের গালাগাল দিয়ে কোনো লাভ হবে না। কর-মকুবের জন্যে তুই একখানি দরখাস্ত কর্ চেয়ারম্যানের কাছে। দেখবি ওরা তোর কর বাড়াবে না। কতই বা আয় তোর ?"

দাদাঠাকুরই কার্তিকের দরখাস্তখানি লিখে দিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল ফললো না। একবার নয় – উপর্যুপরি তিনবার দরখাস্ত করলো কার্তিক, করবৃদ্ধি মকুব হ'লো না। ছ' আনাই র'য়ে গেল। দাদাঠাকুর কার্তিককে আশ্বাস এবং অভয় দিয়ে বললেন, কুছ পরোয়া নাই – তোকে আমি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ক'রে ছাড়বো। ঐ জমিদারবাবু উকিলবাবুদের পাশে চেয়ারে ব'সে তুইও মিউনিসিপ্যালিটি চালাবি।"

সে সময় নিয়ম ছিল – প্রতি বছরে যে ব্যক্তি দেড় টাকা ট্যাক্স দেয়, সেই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে। ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ছ'আনা হওয়ায় কার্তিকেরও বার্ষিক ট্যাক্স দেড় টাকায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সেও এখন আইনতঃ কমিশনার পদের নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকারী।

কয়েকমাস পরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সেই বৃদ্ধ উকিলবাবুটি পরলোকগমন করলেন। তাঁর স্থলে কমিশনার পদের জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির উপ-নির্বাচন শুরু হলো। একজন স্থানীয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কমিশনার পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো আমাদের কার্তিকচন্দ্র।

সারা শহরময় একটা সাড়া পড়ে গেল। এই 'নিমিত্তমাত্রম্' এর পিছনে যে বাসুদেবটি আছেন, তাঁর কথাও নানা জায়গায় কানাঘুষা হতে লাগলো। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের মধ্যে গোপন আলোচনা চলেছে – কি ক'রে কার্তিকের নির্বাচন পত্র বাতিল করা যায়। কিন্তু কোথাও কোনো ফাঁক পাওয়া গেল না। একমাত্র উপায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা।

দারুণ ক্যানভাসিং চললো কার্তিকের – প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে। সে দাঁড়িয়েছে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। কার্তিক প্রত্যেকটি ভোটারের বাড়িতে গিয়ে বললো যে, 'অমুকবাবুকে আপনারা ভোট দিতে হয় দিন, কিন্তু তিনি কোনও দিন আপনাদের দরজা ভুলেও মাড়াবেন না – সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতিকার করা তো দূরের কথা।"

এই সব কথা বলে কার্তিক এখন যাঁরা কমিশনার আছেন, তাঁদের কর্তব্যে ঔদাসীন্য, কর্মশৈথিল্য ও পক্ষপাতিতার দৃষ্টান্ত চোখের উপর ধরে দেখিয়ে দিল। সে প্রতিশ্রুতি দিল, যদি সে নির্বাচিত হয়, তাহলে প্রত্যহ সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকের অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতিকার করবার জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করবে। কার্তিকের ও প্রতিশ্রুতিতে সাধারণের অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু নাই।

আর অপ্রকাশ্যে চললো দাদাঠাকুরের ক্যানভাসিং। অপ্রকাশ্যই বা কেন, জঙ্গিপুর সংবাদে দাদাঠাকুর ভোটের গান, ভোটের ছড়া লিখতে আরম্ভ করলেন –

ভোট দিয়ে যা –
আয় ভোটার আয়।
মাছ কুটলে মুড়ো দিব,
গাই বিয়োলে দুধ দিব,
দুধ খেতে বাটি দিব,
সুদ দিলে টাকা দিব,
ফি দিলে উকিল দিব,
চাল দিলে ভাত দিব,
মিটিং-এ যাব না, অবসর পাব না,
কোনো কাজে লাগবো না,
যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।

নানারূপে ক্যানভাসিং চললো কার্তিকের পক্ষে। উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে নির্বাচিত প্রলোয়ৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। যথাসময়ে ফলও ঘোষিত হ'লো – বহুসংখ্যক ভোটাধিক্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র সাহা ওরফে চানাচুরওয়ালা কাত্তিকে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন।

যেন বজ্রপাত হ'লো অন্যান্য কমিশনারদের মাথার উপরে। আভিজাত্যগর্বী এইসব ভদ্রলোকেরা দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন – কি ক'রে চানাচুরওয়ালা কার্তিককে তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত করবেন। তাঁদের একশ্রেণীভুক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে কার্ত্তিকে বসবে – এ যে তাঁদের কল্পনার অতীত ব্যাপার। শেষে তাঁরা কার্তিকের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা বহুবিধ দোষারোপ ক'রে এই নির্বাচন বাতিল করার জন্য সমবেতভাবে দরখাস্ত করলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের কাছে। এই দরখাস্তে দাদাঠাকুরের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকলাপের কথাও তাঁরা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হলেন না। দরখাস্তে একথাও লেখা হল যে কার্তিকের মতো লোক যদি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হবার অধিকার পায়, তাহলে অন্যান্য কমিশনারেরা একযোগে পদত্যাগপত্র দাখিল করবে।

দরখাস্তের ফল যে আদৌ ফললো না তা নয়। দেখতে দেখতে প্রায় এক মাস সময় উত্তীর্ণ হতে চললো – কার্তিকের নাম কিন্তু ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হ'লো না। কার্তিক একটু মুষড়ে পড়লো। বেচারা খরচা ক'রে জামা তৈরী করেছে, জুতো কিনেছে। ভদ্রলোক সেজে অন্যান্য কমিশনারদের সঙ্গে বসতে হবে তো ? এছাড়া পরিশ্রম করে দাদাঠাকুরের কাছে ইংরেজীতে নামসই করতে শিখেছে। শেষ পর্যন্ত কূলে এসে তরী ডুবলো !

দাদাঠাকুর কার্তিককে আশ্বাস দিলেন। নিজের জমির কিছু মসুরী বাড়িতে মজুত ছিল, সেই মসুরী বেচে রেলের ভাড়ার সংস্থান ক'রে তিনি কলকাতা রওনা হলেন।

কলকাতা গিয়েই দাদাঠাকুর দেখা করলেন কমিশনার সাহেবের সঙ্গে। কার্তিকের ঘরের সম্মুখে কুকুর-কীর্তন থেকে আরম্ভ ক'রে ট্যাক্স বৃদ্ধি পর্যন্ত সব কথা তিনি কমিশনার সাহেবকে খুলে বললেন। তাঁর বলবার ধরনে এবং যুক্তির সারবত্তায় মুগ্ধ হয়ে কমিশনার সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্যালকাটা গেজেটে কার্তিকের নাম প্রকাশ করবার আদেশ দিলেন। দু'একদিন পরেই ক্যালকাটা গেজেটে কার্তিকের নাম বেরোলো। দাদাঠাকুর একখানি গেজেট কিনে কলকাতা থেকে জঙ্গিপুর রওনা হলেন এবং গৃহে পৌঁছেই কার্তিকের হাতে দিলেন ক্যালকাটা গেজেটখানা। দাদাঠাকুর গেজেটে প্রকাশিত বিবরণ কার্তিককে প'ড়ে শোনালেনও। ইংরেজি ভাষা না জানলেও কার্তিক নিজের নামটি শুনে ভারি খুশী।

এর আগে কার্তিক প্রতি সপ্তাহে মহকুমা হাকিমের অফিসে গেছে ক্যালকাটা গেজেটের খোঁজে। প্রতিবারই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে সে। এবার কিন্তু উল্টো ফল ফললো। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হ'লো রঘুনাথগঞ্জ শহরের বুকে ঃ স্বয়ং মহকুমা হাকিম নতুন ক্যালকাটা গেজেটখানি নিয়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আবির্ভূত হলেন কার্তিকের চানাচুর ও তেলেভাজার দোকানের সম্মুখে। দেখা হওয়ামাত্র তিনি সুসংবাদটি দিয়ে কার্তিককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

ELECTION

(২য় পাতার পর)

পরবর্তী বর্ণ হ'ল 'C' এটা থেকে মনে আসে 'Courageows' শব্দটি, অর্থাৎ তিনি হবেন যথেষ্ট সাহসী। এরপর 'T' অর্থাৎ 'Truthfal' বা সত্যবাদী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী বর্ণ হল 'I' অর্থে 'Intelligent' – অবশ্যই তিনি হবেন যথেষ্ট বুদ্ধিমান, এবার পেলাম 'O' অর্থাৎ 'Obliging', সবথেকে বড় কথা, যিনি হবেন যথেষ্ট পরিমাণে উপকারেচ্ছু ব্যক্তি। সবশেষে আসছে 'N' – যাতে আসে অর্থাৎ 'Nobility' অথ্যাৎ তাঁর মধ্যে থাকবে মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বা পদমর্যাদা।

তাহলে দেখা গেল এর এই আটটি বর্ণ দিয়ে যে আটটি শব্দ বেছে নিলাম, অর্থাৎ আটটি বিভিন্নমুখি গুণের সমন্বয় হ'ল। এইগুলির সবকটি বা এর মধেথ্য অধিকাংশ গুণগুলি যাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ব'লে মনে হবে, তাঁকেই নির্বাচন করা মনে হয় আমাদের সঠিক রায় দান হবে।

বিদ্যুৎ চুল্লি নিয়ে বেলেল্লাপনা (১ম পাতার পর)

দ্বিতীয় দেহটি ঢোকাতে গিয়ে দেখা যায় আগেরটা আধপোড়া হয়ে আছে। ফলে দ্বিতীয় শবদেহ ঢোকানো যায় না। এই ঘটনায় হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কেননা আগের মৃত দেহটির আত্মীয়রা অচিন্ত্যর দেওয়া ছাই গঙ্গায় দিয়ে তখন স্নান করে ফেলেছে। এরপর তারা উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর করে। এই দিকে অচিন্ত্যর ফোন পেয়ে হাজির হয়ে যান পুরসভার দুই কর্মী তারা মড়ার দড়ি দিয়ে ৪/৫ জনকে বেঁধে নাকি থানায় জমা দেয়। প্রশ্ন উঠেছে এই ঘটনা যদি কবরস্থানে হতো তাহলে পিঠের চামড়া থাকতো ঐসব বিচার কর্তাদের ?

রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রে প্রচারে ও জনসমর্থনে (১ম পাতার পর)

যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন। আই.সি.ডি.এস-এ প্রকৃত প্রার্থীদের বঞ্চিত করে স্বজনপোষণ করেছেন। এলাকার মানুষই বলবে জনপ্রতিনিধির দীর্ঘ দশ বছরের কর্মকাণ্ডের কথা। আমি অল্প সময়ের মধ্যে সাংসদ প্রণব মুখার্জীর – অধীর চৌধুরীর স্নেহচ্ছায়ায় থেকে সাধ্য মতো এলাকার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করার চেষ্টা চালিয়েগেছি। আমার আন্তরিক উদ্যোগে ডি.আর.আই লোন পেয়ে বহু বেকার যুবক স্বনির্ভর হয়েছে। প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনে গতি এনে দিতে প্রণববাবুর কোটা থেকে হুইল চেয়ার, নানাধরনের সাইকেলের ব্যবস্থা করেছি। জঙ্গিপুর মেগা ফুডপার্ক চালুর ব্যাপারে প্রণববাবুকে বারবার অনুরোধ করেছি। ফুডপার্ক চালু হলে কৃষকদের সঙ্গে বহু বেকার যুবক কর্মস্থানের পথ পাবে। স্কিল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কীমে বহু বেকার যুবককে রুজি রোজগারের পথ করে দেয়া হয়েছে। এ সব কিছুতেই প্রণববাবুর আন্তরিক ইচ্ছা কাজ করেছে। আখরুজ্জামান আরো জানান – মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন হাজার হাজার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ আমার সঙ্গে সাইকেলযোগে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গেছেন। লক্ষ্মীজোলা, গঙ্গাপ্রসাদের বহু সিপিএম পরিবার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রণব মুখার্জী, অধীর চৌধুরী বা অন্য কোন নেতাকে এনে এলাকায় জনসভা করার ব্যাপারে এখনও কোন উদ্যোগ নেই।

এই কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী আর.এস.পি.-র আবুল হাসনাৎ জানান, এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই – এটা ঠিক নয়। এলাকার বিশেষ করে মুসলিম প্রধান গ্রামগুলোতে পুরুষেরা বাইরে খাটতে যান। উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা গ্রামে আসেন। সে কারণে পুরুষবর্জিত বাড়ী বাড়ী গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় না। ভোটের সময় দলবল নিয়ে বাড়ী বাড়ী যাওয়া সম্ভব হয়। কাজের প্রয়োজনে অনেক গ্রামে আমাকে একাধিক বারও যেতে হয়। আই.সি.ডি.এস-এ স্বজনপোষণ নিয়ে প্রশ্ন করলে হাসনাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, ৭ জনের কমিটিতে পদাধিকার বলে আমি চেয়ারম্যান। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করেন এস.ডি.ও., খাতাও দেখেন তিনি। অন্যান্য কমিটি মেম্বারদের মতো পরীক্ষার্থীদের আড়াই নম্বরের বেশী দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আর স্বজনপোষণের ব্যাপারে অভিযোগ এনে আমার সম্বন্ধে একটা দৈনিক সংবাদ বার হয়। আমি ভোটার লিষ্টের জেরক্সসহ প্রতিবাদপত্র পাঠায় পত্রিকা দপ্তরে। কিন্তু ওটা প্রকাশ হয় না। প্রতিবাদ পত্রে স্বজনপোষণ প্রমাণিত হলে আমি বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার কথাও জানাই। তিনি জানান, এলাকার উন্নয়নে তেঘরীতে রাস্তা ও গার্ডওয়াল নির্মাণে ২৭ লক্ষ, জোতকমলে রাস্তা ও গোরস্থান নির্মাণে ২৫ লক্ষ, সম্মতিনগরে ড্রেন ও গার্ডওয়াল নির্মাণে এক দফায় ২০ লক্ষ, দ্বিতীয় দফায় ২৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। বড়শিমূল-দয়ারামপুর অঞ্চলের ভূতবাগানে গোরস্থান নির্মাণ ও গার্ডওয়াল, হাটপাড়া গঙ্গাপ্রসাদে বৈদ্যুতিকীকরণ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়েছি। স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স নির্মাণে জঙ্গিপুর পুরসভাকে ১০ লক্ষ, রবীন্দ্রভবনকে আধুনীকিকরণে ১০ লক্ষ। পুরসভার পানীয় জল আইলের উপর গ্রামে সম্প্রসারিত করতে পাইপ লাইনের কাজে ২লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি। এই ধরনের অনেক জনহিতকর কাজে ব্যয় হয়েছে।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ – ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে ছ'জন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ -১ ব্লকের মির্জাপুর বাসষ্ট্যাণ্ড লাগোয়া চাঁইপাড়ায় দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় ছ'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে চারজনকে ঐ দিনই বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর, জয়নাল মণ্ডল কোন জায়গা না ছেড়ে প্রতিবেশী নরেশ মণ্ডলের জায়গার উপর মাচা বেঁধে বাড়ির প্লাষ্টার করতে গেলে বাঁধা পান। এর আগে একইভাবে বাড়ির কাজ করতে গেলে জয়নালও নরেশকে করতে দেননি। এই নিয়ে ঘটনার দিন দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। দু'পক্ষের হেঁসোর আঘাতে জয়নাল, তাঁর স্ত্রী মঞ্জুরী, ভাইঝি অমলা, অন্যদিকে নরেশ, তাঁর ছেলে দুলাল ও মেয়ে চপলা গুরুতর জখম হন। পরদিন পুলিশ গিয়ে নরেশের স্ত্রী, জয়নালের এক ভাগ্নি ও পাড়ার আরও একজন মোট তিনজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে আনে।

গঙ্গায় ডুবে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ এপ্রিল সকালে রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে স্নান করতে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন দু'সন্তানের মা পূজা হালদার (২৪) নামে লালগোলার এক গৃহবধূ। ঐঘাটে বেশকিছু ফেরী নৌকা, মাছধরা ডোঙা সবার সামনে বারবার হাত তুলেও কারও সহযোগিতা না পেয়ে ডুবে মারা গেলেন ঐ মহিলা। ১০ এপ্রিল গাড়ীঘাটের কাছ থেকে পূজার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

বিজ্ঞপ্তি

সোনাটিকুরি মৌজার শিতলা মন্দিরের নিকট দাগ নং-৭৮৫ পরিমাণ ৩৫ শতক জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা – মানিকলাল চ্যাটার্জী (সাগরবাবু) রঘুনাথগঞ্জ, ফাঁসিতলা, ফোন-০৩৪৮৩-২৬৬৭৯২

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।